তারিখ 14 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

প্রথম আলো

শিক্ষাবর্ষের আট মাস শেষ বই পায়নি ৭০০ শিক্ষার্থী

গিয়াস উদ্দিন, টেকনাফ (কক্সবাজার) ●

শিক্ষাবর্ষের আট মাস চলে গেলেও কক্সবাজারের টেকনাফের তিনটি বিদ্যালয়ের সাত শতাধিক শিক্ষার্থী নয়টি বিষয়ের পাঠ্যবই পায়নি। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। দুশ্চিন্তায় পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

সারা দেশে একযোগে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে চলতি বছরের ১৭ জুন প্রথম সাময়িক (অর্ধবার্ষিক) পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ২৯ নভেম্বর। আট মাস পার হলেও টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, শাহপরীর দ্বীপ হাজি বশির আহমদ উচ্চবিদ্যালয় ও হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণির সাত শতাধিক শিক্ষার্থী নয়টি বিষয়ের পাঠ্যবই পায়নি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, জানুয়ারির প্রথম দিকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বই পাওয়ার কথা।

> মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে গত ১৭ জুন প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ২৯ নভেম্বর

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ২৭টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গত বছরের চাহিদা অনুযায়ী এ বছর জেলা কার্যালয়ে বইয়ের চাহিদা পাঠানো হয়। সে অনুযায়ী ৪৮ হাজার বই বরাদ্দ করা হয়। এতে কিছু বইয়ের সংকট সৃষ্টি হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অতিরিক্ত আরও প্রায় আড়াই হাজার বইয়ের চাহিদা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়।

এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলেন, বই না পাওয়া শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিলেও পাস করতে পারছে না।

সম্প্রতি টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ও শাহপরীর দ্বীপ হাজি বশির আহমদ উচ্চবিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলে, নবম শ্রেণির ভূগোল, উচ্চতর গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি, পৌরনীতি, কৃষি শিক্ষা; সপ্তম শ্রেণির গণিত; ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি, গণিত, গার্হস্থ্য শিক্ষার বই এখনো তারা হাতে পায়নি।

টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল হোসেন বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ের ২১৪ জন শিক্ষার্থী সাতটি বিষয়ের বই পায়নি। এ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী কুলসুমা বেগম বলে, প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অন্য বিষয়ে তার ফলাফল ভালো হয়েছে। শুধু বই না থাকায় ভূগোলে সে পাস করতে পারেনি। ওই বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক তপন পাল বলেন, সঠিক সময়ে হাতে বই না পাওয়ায় বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। সদ্য শেষ হওয়া প্রথম সাময়িক (অর্ধবার্ষিক) পরীক্ষায় ৬৪ জন অংশ নিয়েছে। পাস করেছে মাত্র দুজন।

শাহপরীর দ্বীপ হাজি বশির আহমদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম বলেন, উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ে অনেকবার বইয়ের জন্য বলা হয়েছে। বই না থাকায় ১২৩ জন শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।

হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম বলেন, 'বই বিতরণ কমিটিতে আমি নিজে ছিলাম। তবু আমার বিদ্যালয়ের ৩৮৬ জন শিক্ষার্থী এখনো সব বই হাতে পায়নি।'

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও একাডেমিক সুপারভাইজার নুরুল আবছার বলেন, বিষয়টি তিনি জানতেন না। বইয়ের সংকট থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানকে দ্রুত তালিকা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তালিকা পেলে বিভিন্ন উপজেলা থেকে পুরোনো বই সংগ্রহ করে তাদের দেওয়া হবে।

তবে কয়েকজন শিক্ষক বলেন, এবারের পাঠ্যসূচির সঙ্গে পুরাতন পাঠ্যসূচির মিল নেই। তাই পুরাতন বই দিয়ে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না।

এ বিষয়ে কথা বলতে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি।